জপ সমর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্র অনুসারে উন্নত ধার্মিক লোকে কল্যাণকর ধর্মযুক্ত কর্মকেই যজ্ঞ বলে ধরা হয়, আর সেই যজ্ঞের ফল স্বরূপ গুরু ভগবান বিষ্ণুর স্থিতি স্বরূপ প্রশন্তি নাদস্তর থেকে শিষ্যের আত্মজ্ঞান বা পরম মুক্তির জন্য যে মন্ত্র নির্বাচন করে শিষ্যের অনাহত চক্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে দেন- আর শিষ্য সেই গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে যদি কর্মফলদাতা ঈশ্বরকে জপ সমর্পণ না করে তাহলে সে শাস্ত্র অনুসারে চোর সমতুল্য বা চোর হয়,-- ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে তৃতীয় অধ্যায় 12 শ্লোকে এ বলছেন যে:--
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।।১২।।
অনুবাদঃ যজ্ঞের (লোককল্যাণকর ধর্মযুক্তকর্ম) ফলে সন্তুষ্ট হয়ে কর্মফলদাতা ঈশ্বর তোমাদের মহাকল্যাণকর মুক্তিপ্রদায়িনী বাঞ্ছিত দিব্য বস্তু (সদ্গুরুর মাধ্যমে পরমমুক্তি প্রদানকারী ইষ্টমন্ত্র) প্রদান করবেন। কিন্তু সেই মহাকল্যাণকর মুক্তিপ্রদায়িনী বাঞ্ছিত দিব্য প্রদত্ত বস্তু (ইষ্টমন্ত্র) কর্মফলদাতা ঈশ্বরকে নিবেদন না করে, সে নিশ্চয়ই চোর।
তাই প্রত্যেকে ব্যক্তির গুরু প্রদত্ত দীক্ষা বা ইস্ট মন্ত্র জপ করার পর শাস্ত্র বিধি অনুসারে কর্মফলদাতা ঈশ্বরকে জপ সমর্পণ করা উচিত –তাছাড়া জপ করা জনিত কোন শুভ কর্মফল তার উদয় হয় না এবং সে চোর এ পরিণত হয়.

Published on: Aug, 11 2023 14:16